পথের টানে

দানব ভিসুভিয়াস ও হারিয়ে যাওয়া পম্পেই

রাজর্ষি পাল

দক্ষিণ ইটালির ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী এক প্রাচীন রোমান জনপদ। ঊনআশি খ্রিস্টাব্দ। কয়েকদিন ধরেই হয়ে চলেছে ছোটখাট ভূমিকম্প। এখানকার মানুষ এরকম ভূমিকম্পে অভ্যস্ত। বস্তুত সতেরো বছর আগে হওয়া ভূমিকম্পের তুলনায় এগুলি কিছুই নয়। সেই ভূমিকম্পে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় এই অঞ্চলে। বিশেষত হারকিউলিয়ান নামে রোমান শহরটিতে।

মানুষজন সেদিন ব্যস্ত ছিল দৈনন্দিন কাজকর্মে। হঠাৎ ছন্দপতন। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। সূর্য তখন মধ্যগগনে। মুহূর্তের মধ্যে আকাশ ঢেকে গেল কালো ধোঁয়ায়। গোটা জনপদ ঢেকে গেল ছ-ইঞ্চি পুরু ধুলোয়। সন্ত্রস্ত জনগণ অজানা পরিণতির অশুভ ইঙ্গিত পেল।

রাত্রি নামল। নিদ্রাতুর হারকিউলিয়ান মধ্যরাতে ভিসুভিয়াসের ঢাল বেয়ে নেমে আসা কাদা এবং ছাইয়ে ঢেকে গেল। মানুষ নিকটবর্তী শহর পম্পেই-এর দিকে ছুটে গিয়ে প্রাণরক্ষার চেষ্টা

রোম। অর্ধেক পৃথিবীব্যাপী বিশাল প্রাচীন সাম্রাজ্যের ভরকেন্দ্র। আজও কথা বলে ওঠে ভেনাসের মন্দির, কলোসিয়াম, জুলিয়াস সিজারের সমাধি। ক্ষুধিতপাষাণের লুপ্ত শহর পম্পেই—যেখানে অতৃপ্ত আত্মারা গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ভ্যাটিক্যানের চোখধাঁধানো অন্দরমহল। ইতিহাসের হাতছানিতে সাড়া দিয়ে ঘুরে এলেন লন্ডন-প্রবাসী বাঙালি ডাক্তারবাবু।

করল। কিন্তু বিধি বাম। ভোর সাড়ে ছটায় ভিসুভিয়াসের অন্য ঢাল বেয়ে নেমে এল জ্বলন্ত লাভার স্রোত, গ্রাস করল পম্পেই। প্রচণ্ড উত্তপ্ত বাতাসে জ্বলে গেল ফুসফুস। জ্বলন্ত লাভায় সংকুচিত হল মাংসপেশি। হাজারে হাজারে কুঁকড়ে যাওয়া মৃতদেহ ঢেকে গেল উত্তপ্ত লাভা আর আগ্নেয় ছাইয়ে। পরবর্তী দু-হাজার বছর মহাকালের অন্তরালে হারিয়ে গেল পম্পেই আর হারকিউলিয়ান।

এই বর্ণনা দু-হাজার বছর আগের, এই অগ্ন্যুৎপাতের এক প্রত্যক্ষদর্শীর দিনপঞ্জী। সে একটি বালক, নাম প্লিনি (Plini the Junior)। তেরো মাইল দূরে সমুদ্রতীরবর্তী আর এক জনপদ মিসেনিয়াম। সেখানকার বাসিন্দা প্লিনি আর তার মা লিপিবদ্ধ করেছেন অগ্ন্যুৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়া মানুষদের বিবরণ। অগ্ন্যুৎপাতকে তাঁরা বর্ণনা করে গেছেন যেন এক আকাশচুম্বী পাইন গাছ। ভূমিকম্পে সমুদ্র গেছে পিছিয়ে। কিছু পরেই ধেয়ে এল সুনামির স্রোত। বাতাস ভারি হয়ে গেছে উত্তপ্ত কালো ধোঁয়ায়। শ্বাসপ্রশ্বাসে যেন হাঁপানির কষ্ট।

ভিসুভিয়াসের এই অগ্ন্যুৎপাত কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রতি দু-হাজার বছরে একবার জেগে ওঠে এই দানব।

তখন ১৭৪৮ সাল। দক্ষিণ ইটালিতে ভরা গ্রীষ্ম। বৃষ্টির দেখা নেই। চারপাশে খরা। কিছু মানুষ ব্যস্ত মাটি খুঁড়ে কুয়ো বানাতে, কিন্তু এ কী! মাটির গভীর থেকে উঠে আসছে প্রাচীন প্রত্নসামগ্রী! খবর গেল স্থানীয় বিদ্বজ্জনের কাছে। কুহেলিকায় ঢাকা পম্পেই নামে এক হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন জনপদের নাম বিদগ্ধমহলে অপরিচিত নয়। এর অবস্থান কি এখানেই? শুরু হল প্রত্ন-খনন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সরানো হল মাটি। সময় লাগল বহু মাস। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হল সেই প্রেত-নগরী। আগ্নেয় ছাইয়ের নিচে অটুট গোটা শহরটাই।

আমার সুযোগ এসেছিল ২০১৫ সালের জুলাই মাসে ইটালি ভ্রমণের। ইতিহাসের প্রতি আমার আকর্ষণ সেই স্কুলজীবন থেকেই। প্রাচীন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের গল্প আমাকে টেনে নিয়ে যেত হারিয়ে যাওয়া মহাকালের আঙিনায়।

দু-হাজার বছর আগে রোম ছিল অর্ধেক পৃথিবীব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্যের ভরকেন্দ্র। অর্ধেক ইউরোপ, অর্ধেক এশিয়া আর উত্তর আফ্রিকাব্যাপী এক বিরাট সাম্রাজ্য। রণনীতি, শিল্পকলা, স্থাপত্য, বিজ্ঞান সবকিছুরই উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছেছিল সে। খ্রিস্টজন্মের প্রায় ৭৫৩ বছর আগে শুরু হয় এই শহরের বিন্যাস। কথিত আছে রোমান যুদ্ধের দেবতা মার্স্-এর দুই সন্তান—রোমাস এবং রোমিউলাসকে নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দেন তাঁদের এক দুষ্ট কাকা রেমাস। তাদের রক্ষা করে নিজের দুধ পান করিয়ে প্রাণদান করে এক মা নেকড়ে। পরে রাখাল বালকদের সঙ্গে বড় হন দুই ভাই। পরিণত বয়সে যোদ্ধা হিসাবে পরিগণিত হন তাঁরা। পিতার আদেশে তাঁরা শহর পত্তন করেন সেখানে, যেখানে তাঁদের বাঁচিয়েছিল মা নেকড়ে। পরে রণক্ষেত্রে দুষ্ট রেমাসকে হত্যা করেন দুই ভাই।

লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দর থেকে বিমানে প্রায় ঘণ্টা তিনেকের যাত্রা। ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে, ইউরোপের মূল ভূখণ্ড, আল্পস পর্বত এবং ভূমধ্যসাগরের কিয়দংশ পেরিয়ে রোমের আকাশে চক্কর মেরে প্রায় মাঝরাতে নামল বিমান। সিকিউরিটি এবং ইমিগ্রেশন চেকের পর বিশাল সাবওয়ে পেরিয়ে ধরলাম শহরে যাওয়ার মেট্রো। এখানে বেশির ভাগ মানুষই ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কাজ চালায়। কোনও কারণে মেট্রোর একটা অংশ বন্ধ, তাই সীমিত ট্রেন চলছে। ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করে তারপর শহরে পৌঁছতে খুবই দুর্ভোগ হল।

মেট্রোর সাবওয়ে থেকে বেরিয়ে বাস ধরার

পালা। আমার বুক করা হোটেল ভ্যাটিক্যানের কাছে। সেখানে যেতে হলে কোথা থেকে বাস ধরব জানি না। এই প্রায় মাঝরাতে লোকজনও বেশি নেই, যারা আছে তারা হয় ইংরেজি ভাল বোঝে না, অথবা তাদের চেহারা দেখে বিশেষ সুবিধার মনে হয় না। আসার আগে হিতৈষীরা বারবার মনে করিয়ে দিয়েছিল রোমের ক্রাইম রেটের ব্যাপারটি। শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহেমনে আর থাকতে না পেরে ভবঘুরে চেহারার একজনকে জিজ্ঞেস করলাম। আমাকে আপাদমস্তক দেখে বাংলাদেশি টানে জিজ্ঞেস করল, ''দাদা কি বাংলা বুঝেন নাকি?''

কী কাণ্ড, রোমের রাস্তায় বাংলাদেশি ভবঘুরে! পরে শুনলাম কয়েক লক্ষ বাংলাদেশি শরণার্থী রোম এবং ইটালিতে বাস করেন। অনেকে নিজের ব্যবসা করে ভালভাবেই শিকড় গেড়ে বসেছেন।

যাই হোক, বাংলাদেশি সেই ভাইয়ের কল্যাণে গন্তব্যস্থানের বাস খুঁজে পেলাম। বাসের টিকিট কাটা আর এক ঝকমারি। ইংল্যান্ড থেকে একেবারেই অন্যরকম। ড্রাইভারও আমাকে ইটালিয়ান ভাষায় বুঝিয়ে কূলকিনারা করে উঠতে পারল না। শেষে বিরক্ত হয়ে আমাকে বিনা টিকিটেই বসার আদেশ দিল। কোথায় নামব, এবার সেটা আবিষ্কারের পালা। ভগবান যিশুর আশীর্বাদে তারও সমাধান হয়ে গেল। এক ব্রাজিলিয়ান মা এবং মেয়ে ভ্যাটিক্যানে এসেছেন তীর্থ করতে। আমার দুরবস্থা তাঁরা দেখছিলেন নিজেদের সিটে বসে। কমবয়সি মেয়েটি স্প্যানিশ টানে ভালই ইংরেজি বলে। ভ্যাটিক্যানের কাছাকাছি বাস পৌঁছলে সে-ই আমাকে দেখিয়ে দিল কোথায় নামতে হবে। আশা করি ভগবানের আশীর্বাদ ওদের ওপর যথাযথই বর্ষিত হয়েছিল।

বাস থেকে নেমে দেখলাম সামনে আলো ঝলমলে ভ্যাটিক্যান। কিন্তু রাস্তায় লোকজন এক্কেবারেই নেই। মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। ভবঘুরের মতো একদিক লক্ষ করে হাঁটা দিলাম। একজায়গায় দু-চারজনের জটলা। খিদেতে পেটে তখন ছুঁচোয় ডন দিচ্ছে। চোখে অন্ধকার দেখছি। গরমে প্রায় নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। দেখলাম সামনে একটা ইটালিয়ান পিৎজার দোকান। আরও আশ্চর্য, সেই মাঝরাতে দোকান সামলাচ্ছে দুই বাংলাদেশি ভাই। দোকানের সামনে দু-চারজন ট্যাক্সি ড্রাইভারের জটলা।

দুই ভাইয়ের একজন কলকাতায় কিছুদিন কাজ করেছিল ইটালি আসার আগে। পিৎজা খেতে খেতে বাংলাতেই গল্প চলল। ওরাই দেখিয়ে দিল হোটেলের পথ। পিঠে রুকস্যাক আর হাতে ব্যাগ টেনে অন্ধকারে আবার হাঁটা দিলাম। প্রায় আধঘণ্টা সময় লেগেছিল হোটেল খুঁজে বের করতে।

হোটেলে গিয়ে আর বিশেষ অসুবিধা হল না। আমার জন্যই রিসেপশনিস্ট অপেক্ষা করছিল। অত্যন্ত বিনয়ী। চাবি নিয়ে ঘরে গিয়ে স্নান করে লম্বা ঘুম। সারা দিনের পরিশ্রমে ঘুমটা ভালই হল।

পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম রোম পরিদর্শনে। বেশ গরম। পিঠে রুকস্যাক, চোখে রোদচশমা, পরনে শর্টস আর পায়ে পুরনো হাইকিং জুতো। পায়ে হেঁটে আর বাসে করে যতটা সম্ভব চষে ফেললাম। বেশ গরম, প্রায় কলকাতার মতোই। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ইতিহাসের হাতছানি। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের উপর গড়ে উঠেছে আধুনিক ইউরোপিয়ান শহর। প্রাচীন আর আধুনিকের মেলবন্ধন এই রোম। দেখলাম কলোসিয়াম—যেখানে গ্ল্যাডিয়েটরদের মল্লযুদ্ধ হত, বুনো জন্তুদের সামনে ফেলে দেওয়া হত ক্রীতদাস মল্লযোদ্ধাদের। গ্যালারিতে বসে রক্তস্নাত মল্লযুদ্ধ বা মৃত্যুমুখী ক্রীতদাসদের কাতর ক্রন্দন তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করত রোমের ধনী এবং অভিজাতরা। এই কলোসিয়ামের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছিল হলিউডের সেই ব্লকবাস্টার ছায়াছবি

'গ্ল্যাডিয়েটর'। যেখানে গ্ল্যাডিয়েটর ম্যাক্সিমাস হত্যা করেন রোমের অত্যাচারী শাসক মারকাস অরেলিয়াসকে।

একদল ট্যুরিস্টদের সঙ্গে গাইডেড ট্যুরে যোগ দিলাম। ইটালিয়ান ভদ্রমহিলা আমাদের গাইড। তিনি ইতিহাসে ডক্টরেট। ইউনিভারসিটির অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে ট্যুরিস্টদের গাইড হয়েছেন, এতে আয় অনেক বেশি। তাঁর সঙ্গে থেকে চিনলাম প্রাচীন রোমের আদ্যোপান্ত—কলোসিয়ামের ইতিহাস, ভেনাস দেবীর মন্দির, রোমিউলাসের মন্দির, রোমান ফোরামের ধ্বংসাবশেষ—যেখানে বসত প্রাচীন রোমের পার্লামেন্ট, প্যান্থিয়ান বা ব্রমহ্যান্ডের অনুকরণে তৈরি প্রাচীন মন্দির, জুলিয়াস সিজারের সমাধিমন্দির—তাঁকে হত্যা করে কবর দেওয়ার পরিবর্তে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই স্থানে পরে সমাধিমন্দির হয়েছে।

গাইডেড ট্যুরে প্রাচীন রোমের বাড়িগুলির পাশ দিয়ে দিয়ে রাস্তা। দুপাশে প্রাচীন অট্টালিকা আর মাঝে রাস্তা, গ্রীষ্মের দাবদাহের মাঝে শীতল পথ। সারাদিনে প্রাচীন রোমের অনেক কিছুই দেখা হল, বাকি রয়ে গেল যেন আরও অনেক। হয়তো সারা জীবন ঘুরলেও সম্ভব হবে না হাজার হাজার বছরের পুরনো এই সভ্যতার হৃদয়ের নাগাল পাওয়া।

ট্যুরিস্ট বাসে যাত্রা শুরু ৩১ জুলাই। সকাল সাড়ে সাতটায় ছাড়ল বাস। প্রশস্ত ইটালিয়ান হাইওয়ে দিয়ে দক্ষিণ দিকে ছুটে চলেছি। গোটা পৃথিবীর ট্যুরিস্টদের ভিড়। সঙ্গে ট্যুর অপারেটরের বর্ণনা। দুপাশে সবুজ খেত অথবা পাহাড়। মাঝখানে আধঘণ্টার জন্য বাস থেমেছিল। ঘণ্টা পাঁচেক লাগল নেপলস পৌঁছতে। নেপলস-কে পাশ কাটিয়ে বাস পাহাড়ে উঠতে লাগল। ওপর থেকে দেখা গেল দূরে নেপলসের দৃশ্য, আরও দূরে নীলিমায় নীল ভূমধ্যসাগর। আজ যদি আবার জেগে ওঠে ভিসুভিয়াস তো ভস্মীভূত হবে গোটা নেপলস শহর, মারা পড়বে অন্তত একশো গুণ বেশি মানুষ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৪ সালে একবার ঢেঁকুর তুলেছিল দানব ভিসুভিয়াস। নেমে এসেছিল উত্তপ্ত কাদার স্রোত। সেখানেই ক্ষান্তি। অতি সামান্য ক্ষয়ক্ষতির ওপর দিয়েই গিয়েছিল সেবার। সেই কাদার স্রোত আজ এক শুকনো ছাইয়ের নদী। তার পাশ দিয়েই ওপরে ওঠার বাসরাস্তা।

পাহাড়ের অনেকটা ওপরে উঠে বাস থামল। এবার পায়ে হেঁটে ওপরে ওঠার পালা। ধুলোয় ঢাকা ভিসুভিয়াসে ওঠার পথ। খাড়া পাহাড়। গরমে চড়াই উঠতে খুবই কষ্ট। অনেক ওপর থেকে দেখা গেল নেপলস আর ভূমধ্যসাগর। ওঠা হল এক্কেবারে ওপরে। ভিসুভিয়াসের ওপরটা যেন কেউ খাবলে খেয়ে নিয়েছে। দানবপাহাড়ের চূড়ায় এক দানবাকৃতি গহ্বর। ভূবিজ্ঞানীদের যন্ত্রপাতি চারপাশে রাখা। ভবিষ্যতের অগ্ন্যুৎপাতের আগাম ভবিষ্যদ্‌বাণীর ব্যবস্থা।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নিচে নেমে আসা। বাসে করে নিম্নাভিমুখী যাত্রা। প্রশস্ত হাইওয়ে দিয়ে যাত্রা, গন্তব্য এবার পম্পেই। সেই ক্ষুধিতপাষাণের লুপ্ত শহর, যেখানে অতৃপ্ত আত্মারা গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

সূর্য কিছুটা পশ্চিমে ঢলেছে। পৌঁছলাম পম্পেইয়ের প্রবেশদ্বারে। অগ্ন্যুৎপাতের ছাই মহাকালের বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করেছে প্রাচীন এই জনপদ। প্রাসাদ, খিলান, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, গ্ল্যাডিয়েটরদের মল্লভূমি, স্নানাগার—সবকিছুই অটুট। এমনকী অনেক জায়গায় বাড়িঘরের রং বা দেওয়ালচিত্র পর্যন্ত। যেন টাইম-মেশিনে চেপে ফিরে গেছি দুহাজার বছর আগে। এখনই হয়তো সামনের রাস্তা দিয়ে ছুটে যাবে অশ্বরথ, কান পাতলে যেন শোনা যাবে

পম্পেই প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ

বাজারের হট্টরোল, অ্যাম্ফিথিয়েটারের অনুষ্ঠান, রোমান দর্শকদের উল্লাস, বারবনিতাদের চাপা হাসির উচ্ছ্বাস; দেখা যাবে ক্রীতদাসদের আনাগোনা, হেরাক্লিসের মন্দিরে ভক্তদের আগমন।

খ্রিস্টের জন্মের প্রায় হাজার বছর আগে থেকেই ধীরে ধীরে জমে উঠতে থাকে এখানকার জনপদ। দানব ভিসুভিয়াস থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে বিত্তশালী রোমানদের ছুটি কাটানোর রিসর্ট হিসেবে যেন গড়ে ওঠে পম্পেই এবং হারকিউলিয়ান। দূরদূরান্ত থেকে পণ্যবোঝাই জাহাজের সারি নোঙর করে শহরের ঠিক নিচের বন্দরে। সমুদ্রপাড়ে পাহাড়ের ওপর ভেনাস দেবীর বিশাল মূর্তি আর মন্দির পথ দেখাত নাবিকদের। এই মন্দির আজ এক ধ্বংসাবশেষ।

লুপ্ত শহরের একপ্রান্তে আজ মিউজিয়ামে সাজানো রয়েছে মাটির তলা থেকে তুলে আনা দু-হাজার বছর আগের আসবাবপত্র, পোড়ামাটির পাত্র, চারচাকার গাড়ি, আগুনে ঝলসে যাওয়া অথচ অবিকৃত মানুষ এবং জীবজন্তুর অবয়ব—কেউ বসে, কেউ বা শুয়ে, কারও তীব্র বেদনায় কুঁকড়ে যাওয়া দেহ; এমনকী এক শিশুর মমীকৃত দেহ। অনেকেরই মৃত্যু হয়েছে মুহূর্তের ব্যবধানে, জেগে ওঠারও সময় পায়নি।

ঘণ্টা তিনেকের পম্পেই ভ্রমণ। এবার ফিরে যাওয়ার পালা। সূর্য নেমে গেছে অস্তাচলে। নীল ভূমধ্যসাগরে নেমে আসছে গোধূলির অন্ধকার। প্রাচীন পম্পেই আজ ইউনেসকো-র 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট', কিছুদূরে গড়ে উঠেছে আধুনিক পম্পেই। পর্যটনই এখানকার প্রধান অর্থনীতি।

বিশাল ট্যুরিস্ট বাস চলতে শুরু করল। এবার গন্তব্য রোম। পাঁচ ঘণ্টার যাত্রা। একদিকে নেপলস এবং ভূমধ্যসাগর। পেছনে পড়ে রইল প্রেতনগরী। ডানদিকে আবছায়া অন্ধকারে আকাশের দিকে তাকিয়ে চুড়োভাঙা ভিসুভিয়াস যেন নিঃশব্দে হেসে চলেছে পৈশাচিক হাসি। সময় কি ঘনিয়ে আসছে আর এক মহাপ্রলয়ের? বিজ্ঞানীরা কিন্তু শঙ্কিত।

পরদিন ভ্রমণ ভ্যাটিক্যানে। গাইডেড ট্যুর। গাইডের সঙ্গে ঘুরলাম ভ্যাটিক্যানের অন্দরমহলে। অসামান্য মিউজিয়াম, থরে থরে সাজানো চোখ ঝলসানো মূর্তি, পেন্টিং, আরও কত কিছু। মাইলের পর মাইল মিউজিয়ামের করিডোর জুড়ে সাজানো ওয়াল পেন্টিং, ছাদ জুড়ে ম্যুরাল। মাইকেল এঞ্জেলো, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এবং বিখ্যাত সব শিল্পীর আঁকা চোখ-ধাঁধানো রহস্যময় ছবি। সিস্টিন চ্যাপেলে নীরব প্রার্থনা, সেন্ট পিটারস ব্যাসিলিকা—পৃথিবীর সবচেয়ে বড় চার্চের আকাশচুম্বী আবাহন এবং তার সামনে বিশাল প্রাঙ্গণ, যেখানে ক্রিসমাসের সময় ভক্তদের দেখা দেন পোপ।

সারাদিনের ট্যুরের পরেও মনে হল রহস্যময় ভ্যাটিক্যানের অন্দরমহলের এক ভগ্নাংশও যেন দেখা হল না। পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত দোর্দণ্ডপ্রতাপ খ্রিস্টান সাম্রাজ্য আজ যেন অধিকার করেছে প্রাচীন রোমের গরিমাময় উত্তরাধিকার।